গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-২

নং-পবম/ বন শা-২/০২/বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য-১৩/২০১০/৫০৮ তারিখ : ২৪ অক্টোবর ২০১০

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন ১৯৭৪ ইং এর ধারা ২৩ (৩) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বরগুনা জেলার নিম্ন তফশীলে বর্ণিত সংরক্ষিত বন উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে "টেংরাগিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য" হিসেবে ঘোষণা করা হলোঃ

'তফশীল'

জেলা	উপজেলা	রেঞ্জ	বিট	মৌজা	বনভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	বনের শ্রেণী
বরগুনা	আমতলী	আমতলী	সখিনা	টেংরাগিরি	৪০৪৮.৫৮	সংরক্ষিত বন

চৌহদ্দীর বিবরণ

উত্তর : ওয়াপদা বেড়ীবাঁধ, বড় বগী মৌজা।
দক্ষিন : বঙ্গোপসাগর।
পূর্ব : আন্ধারমানিক নদী।
পশ্চিম : আশার চর, নিদ্রার চর, পায়রা নদীর মোহনা ও বঙ্গোপসাগর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(ড. মিহির কান্তি মজুমদার)
সচিব

উপ নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
(পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করতঃ ৫০ (পঞ্চাশ) কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করা হলো)

নং-পবম/ বন শা-২/০২/বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য-১৩/২০১০/৫০৮/১(৮) তারিখ : ২৪ অক্টোবর ২০১০

১. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
৩. প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪. জেলা প্রশাসক, বরগুনা।
৫. বন সংরক্ষক, কোস্টাল অঞ্চল, কাশীপুর, বরিশাল।
৬. বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৮. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, বরগুনা।

২৪-১০-১০
(জাহান আরা বেগম)
উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়
উপকূলীয় বন বিভাগ
পটুয়াখালী।

পত্র নং- ১৭৯২/৮-২১ তারিখ ঃ 4 SEP 2010

প্রাপক ঃ বন সংরক্ষক
কোস্টাল সার্কেল
কাশিপুর, বরিশাল।

বিষয় ঃ টেংরাগিরি সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণার প্রস্তাব প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ বন সংরক্ষক, বণ্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, বনভবন, ঢাকা মহোদয়ের দপ্তরের পত্র নং- বস (বণ্যপ্রাণী)/২এম-১২৩/১০/৫১৭ তারিখ- ২৮/০৩/২০১০ ইং (কপি সংযুক্ত)।

সম্মান সহকারে সূত্রোক্ত পত্রের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং- ৭৬২৬ এস,এ তারিখ- ১২/০৭/১৯৬০ ইং মূলে "টেংরাগিরি" বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত বন ঘোষণা করা হয়। বর্ণিত এলাকাকে বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হলে উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে। বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, খাদ্যশৃঙ্খল সুরক্ষা ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থে উক্ত বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু বর্ধিত জনগোষ্ঠীর চাপ, বনভূমি সংকোচন, বণ্যপ্রাণী আবাসস্থল ধ্বংস ও অপরিকল্পিতভাবে শিল্পায়নের ফলে প্রস্তাবিত বনাঞ্চলটির জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে। যদি এ বনাঞ্চলটিকে "টেংরাগিরি বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য" ঘোষণা করা হয় তাহলে বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশ পর্যটনের (Eco-tourism) সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে। এছাড়া শিক্ষার্থী, গবেষক, শিক্ষক ও স্থানীয় জনসাধারণের চিত্তবিনোদন, শিক্ষা, গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে করে সমগ্র দেশে এ বনাঞ্চলের গুরুত্ব ও পরিচিতি প্রসারিত হবে বলে আমি মনে করি।

প্রস্তাবিত এলাকাটি বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন দক্ষিণাংশে অবস্থিত এবং জাতীয়ভাবে "টেংরাগিরি সংরক্ষিত বন" এলাকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। এ বনের প্রধান বৃক্ষরাজির মধ্যে রয়েছে সুন্দরী, কেওড়া, বাইন, পশুর, কাকড়া ইত্যাদি প্রজাতি। এ বনের প্রধান বণ্যপ্রাণীর মধ্যে বানর, শুকর, সজারু, শিয়াল প্রজাতির বণ্যপ্রাণী। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির গাছপালা ও প্রাকৃতিক পরিবেশে পশু-পাখির বিচরণ প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে বনাঞ্চল ও বন বাগান এলাকায় পশু-পাখির বিচরণ ও বিদ্যমান গাছপালা বণ্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য সৃষ্টির মাধ্যমে সংরক্ষণ সম্ভব হলে ভবিষ্যতে "টেংরাগিরি সংরক্ষিত বনাঞ্চল" একটি সফল বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে পরিগণিত হবে বলে আমি মনে করি। তাই টেংরাগিরি সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে "টেংরাগিরি বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য" ঘোষণার প্রস্তাব করা হ'ল।

এ সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত নিম্নে উপস্থাপণ করা হ'ল ঃ

১। **উদ্ভিদ বৈচিত্র্য ঃ**
প্রস্তাবিত এলাকাটি টেংরাগিরি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে রয়েছে সুন্দরী, কেওড়া, বাইন, পশুর, কাকড়া, রেইনট্রি, জারুল, ধুন্দাল, বনকাঠাল, বট, রাম তেঁতুল, গেওয়া, করমচা, গরান, শিংড়া, হাররা, হেতাল, গিলেলতা, কালিয়ালতা, বলাই, হারগোজা, গোলপাতাসহ অসংখ্য প্রজাতির গাছ-গাছড়া।

২। **প্রাণী বৈচিত্র্য ঃ**
এলাকাটিতে বানর, শুকর, সজারু, শিয়াল, বাদুর, কুকুর, বেজি, চামচিকা, গুইসাপ, গোখরাসাপ, অজগর সাপ, বাবুই, পেঁচা, বউ কথা কও, চিল, শালিক, শ্যামা, টুনটুনি, ঘুঘু, মাছরাঙ্গা, সাদাবক, ডাহুক, দোয়েল, বুলবুলি ইত্যাদিসহ অসংখ্য প্রজাতির বণ্যপ্রাণী রয়েছে। এর মধ্যে আই.ইউ.সি.এন এর তালিকা অনুসারে বিভিন্ন প্রজাতির বণ্যপ্রাণী বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে।

চলমান পাতা নং- ০২

৩। **ভূমিরূপ ঃ** উপকূলীয় সমতল ভূমিতে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল।

৪। **প্রাকৃতিক ছড়া ঃ** প্রস্তাবিত এলাকাটি বিভিন্ন খাল দ্বারা বেষ্টিত। উল্লেখিত খালসমূহে সারা বছর জোয়ার-ভাটায় পানির প্রবাহ বিদ্যমান থাকে।

৫। **অবস্থান ঃ** প্রস্তাবিত এলাকাটি বরগুনা জেলা শহর হতে ৪৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পূর্বদিকে, কুয়াকাটা ইকোপার্ক পর্যটন এলাকা হতে পশ্চিমে, ওয়াপদা বেড়ীবাঁধ বড় বগী মৌজার দক্ষিণে এবং বঙ্গোপসাগরের উত্তরে অবস্থিত। ভৌগলিকভাবে ২১°৫১ হতে ২১°৫৩ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯০°০ হতে ৯০°৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

৬। **আয়তন ঃ** মোট ৪০৪৮.৫৮ হেক্টর (ম্যাপে প্রদর্শিত)।

তফশীল

জেলা	উপজেলা	রেঞ্জ	বিট	ব্লক	মৌজা	বনভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	বনের শ্রেণী	মন্তব্য
বরগুনা	আমতলী	আমতলী	সখিনা	-	টেংরাগিরি	৪০৪৮.৫৮	সংরক্ষিত বন	গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং- ৭৬২৬ এস,এ তাং-১২/০৭/১৯৬০ ইং

চৌহদ্দির বিবরণ

উত্তর ঃ ওয়াপদা বেড়ীবাঁধ বড় বগী মৌজা
দক্ষিণ ঃ বঙ্গোপসাগর।
পূর্ব ঃ আন্ধারমানিক নদী।
পশ্চিম ঃ আশার চর, নিদ্রার চর, পায়রা নদীর মোহনা ও বঙ্গোপসাগর।

এমতাবস্থায় বর্ণিত টেংরাগিরি মৌজার সর্বমোট ৪০৪৮.৫৮ হেক্টর সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে "টেংরাগিরি বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য" ঘোষণার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

(গোবিন্দ রায়)
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
উপকূলীয় বন বিভাগ
পটুয়াখালী।

সংযুক্তি ঃ
১। প্রস্তাবিত এলাকার ম্যাপ- ১ কপি
২। গেজেট বিজ্ঞপ্তির নমুনা- ১ কপি।

পত্র নং-

তারিখ ঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল ঃ

১। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বনভবন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২। বন সংরক্ষক, বণ্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, বনভবন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। এই প্রসঙ্গে মহোদয়ের দপ্তরের সূত্রোক্তপত্র উল্লেখ্য।

(গোবিন্দ রায়)
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
উপকূলীয় বন বিভাগ
পটুয়াখালী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৩

পত্র নং- তারিখ ঃ

বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ বণ্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন ১৯৭৪ ইং এর ধারা ২৩ (৩) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এই মর্মে ঘোষণা করিতেছে যে, গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং- ৭৬২৬ এস,এ তারিখ- ১২/০৭/১৯৬০ ইং মূলে (শুধুমাত্র বাউণ্ডারী উল্লেখপূর্বক) "টেংরাগিরি সংরক্ষিত বনাঞ্চল" এলাকার আমতলী উপজেলার নিম্ন তফশীলে বর্ণিত বনভূমি অত্র বিজ্ঞপ্তি বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে বৃক্ষ সম্পদ সংরক্ষণ, বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণ, চিত্তবিনোদন ও পর্যটন সুবিধাদি উন্নয়নের জন্য "টেংরাগিরি বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য" হিসেবে ঘোষণা করা হ'ল।

তফশীল

জেলা	উপজেলা	রেঞ্জ	বিট	ব্লক	মৌজা	বনভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	বনের শ্রেণী	মন্তব্য
বরগুনা	আমতলী	আমতলী	সখিনা	-	টেংরাগিরি	৪০৪৮.৫৮	সংরক্ষিত বন	গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং- ৭৬২৬ এস,এ তাং-১২/০৭/১৯৬০ ইং

চৌহদ্দির বিবরণ

উত্তর ঃ ওয়াপদা বেড়ীবাঁধ বড় বগী মৌজা
দক্ষিণ ঃ বঙ্গোপসাগর।
পূর্ব ঃ আন্ধারমানিক নদী।
পশ্চিম ঃ আশার চর, নিদ্রার চর, পায়রা নদীর মোহনা ও বঙ্গোপসাগর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা
(পরবর্তী) গেজেটে প্রকাশ করতঃ ৫০ (পঞ্চাশ) কপি এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

পত্র নং- তারিখ ঃ

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বনভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
৪। বন সংরক্ষক, কোস্টাল সার্কেল, বরিশাল।
৫। বন সংরক্ষক, বণ্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, বনভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬। জেলা প্রশাসক, বরগুনা।
৭। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, উপকূলীয় বন বিভাগ, পটুয়াখালী।
৮। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

সিনিয়র সহকারী সচিব